ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।

ধর্মীয় মৌলবাদীদের মত কল্পনাবিলাসী সখার ছন্দময় পত্রে চল্লিশ বছর পিছনে চলে যাওয়ার আহ্বান প্রত্যাক্ষিত। পৃথিবী একটি চলমান যুদ্ধ ক্ষেত্র। চলমান যুদ্ধে প্রতিনিয়ত শত্রু-মিত্র পরিবর্তীত হচ্ছে। যুদ্ধে সম্মুখ অগ্রসরতার বস্তুবাদী কৌশল নির্ধারণ এবং শত্রু-মিত্র চিহ্নিতকরণ হলো প্রগতিশীল হওয়ার পূর্ব শর্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে পশ্চাতগামীতা বা কল্পনাবিলাসের কোন স্থান নেই। সামাজিক এই যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন সংঘঠিত সামাজিক প্রপঞ্চ (Social Phenomenon) এর যথাযথ বিশ্লেষণ এবং যুদ্ধের বস্তু নির্ভর কলা-কৌশল নির্ধারণ। এই বিষয় দু'টির উপর সম্যক জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন ভাববাদের পরিবর্তে বস্তুবাদের উপর জ্ঞান। কারণ **ভাব** দ্বারা সমাজ পরিচালিত হয় না। **বস্তু** সমাজ নিয়ন্ত্রক। মানুষরূপী বস্তুর ক্ষুধা আছে, তাই সে পৃথিবীকে গদ্যময় করে ফেলে। ভাবের একাংশে রবিন্দ্রনাথ, অন্যাংশে পিছলামি কেতাব। প্রাচীন সমাজকে পিছলামি কেতাব ঐশিক হিসাবে বর্ণনা করেছে। সমাজ গঠন ও পরিবর্তন যে বাস্তব প্রপঞ্চ, তার ব্যাখ্যা উক্ত কেতাবে অনুপস্থিত। রবিন্দ্রনাথ মানুষকে সাময়িক আনন্দ দেয়। পিছলামি কেতাব মানুষের চিন্তাশক্তিকে পশ্চাতমূখী এবং শক্তিধরের সাগরেদে (Stooge) পরিণত করে, যার প্রমান ফতেমোল্লা নামের সখার পত্রে বিদ্যমান।

ভাবের উৎস মানব মস্তিষ্ক, অর্থ্যাৎ **বস্তু।** তাই যথাযথ ভাবে "বস্তু" বিশ্লেষণে "ভাব" বিশ্লেষিত হয়। তবে বিপরীত ব্যবস্থাটা কার্যকর নয়। দ্বন্দ্ব বস্তুর সহজাত (Inherent) গুণ। বস্তুরূপী মানুষ হলো সামাজিক জীব। সামাজিক এবং আর্থিক বৈষম্য সামাজিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, যার শিকার মানুষ। তাই মানুষ সামাজিক যুদ্ধে অবতৃণ হয়ে সমাজ পরিবর্তন করত: নতুন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, ফলে সমাজ হয় গতিশীল। সামাজিক গতিশীলতা সরলরৈখিক নয়। তার সাময়িক উত্থান ও পতন আছে। উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়েই সমাজ অগ্রসর হয়। সমাজের এই গতিশীলতা বুঝতে হলে নৃবিজ্ঞান, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, সমাজবিজ্ঞান, বস্তুবাদী ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর জ্ঞান আবশ্যক। কথিত পিছলামি কেতাবগুলিতে প্রাচীন বা রচিত কালে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের বিবরণ ঐশিক হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, যা বর্তমান কালের জন্য প্রযোজ্য নয়। আস্তিক ও নাস্তিক ফ্যানাটিকেরা বর্তমান কালের দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের জন্য অপ্রয়োজনীয় পিছলামি কেতাবগুলির পিছনে ধাওয়া করে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কায়েমি স্বার্থবাদীদের সাগরেদে পরিণত হয়েছে। সাগরেদদের ভড়ামি দেখে উল্লেখিত আধুনিক পুস্তকসমূহ মুখ টিপে হাসছে।

গারবেজ ইন, গারবেজ আউট, কম্পিউটারের একটি প্রচলিত প্রবাদ। তাই যথাযথ ভাবে তৈরী না হয়ে যুদ্ধে অবতৃণ এবং যথাযথ অস্ত্র প্রয়োগের ব্যর্থতা যুদ্ধে সুফল আনে না। তাই বর্ণিত আধুনিক ঐ বস্তুবাদী পুস্তক সমূহ থেকে অর্জিত জ্ঞানে সম্মৃদ্ধ হয়ে প্রগতিশীলেরা আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কায়েমি স্বার্থবাদী এবং তাদের সাগরেদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতৃণ। সময় লাগলেও জয় তাদের নিশ্চিত, যা বস্তুবাদী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। তাই পিছলামি কেতাবে সময় নষ্ট না করে উল্লেখিত বস্তুবাদী গ্রন্থসমূহের উপর জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। বস্তুবাদে জ্ঞান অর্জিত হলে পিছলামি কেতাবের সকল বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়।

ইতিপূর্বেকার লেখায় উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর ফতেমোল্লা সাহেব দেননি। তার উত্তরের অপেক্ষায় থাকলাম।

সেতারা হাশেম ০৬/০৭/০৫